ধারা-১: সংগঠনের নামঃ

"এক্স-শাহীন্স অ্যাসোসিয়েশন, যশোর"

ধারা-২: সংগঠনের ঠিকানাঃ

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ২৫৩ (পুরাতন), ৯৭০ (নতুন) , ঘোপ নওয়াপাড়া রোড, পোস্টঃ যশোর, কোতয়ালী, যশোর – ৭৪০০। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয় বাংলাদেশের যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যাবে। সংগঠনের কার্যালয় স্থানান্তরিত হলে ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে নিবন্ধীকরন কতৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

ধারা-৩: সংগঠনের কার্য এলাকাঃ

যশোর জেলা। পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোনদনক্রমে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

ধারা-৪: সংগঠনের ধরনঃ

এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ে সমাজকল্যাণমূলক ও মানব হিতৈষী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ধারা-৫: সংগঠনের বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

<u>সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হবেঃ</u>

১. শাহীন, যশোরের সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করা।

২. শাহীন, যশোরের গৌরব ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা।

৩. শাহীন, যশোরের সর্বোচ্চ অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করা।

৪. শাহীন, যশোরের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা করা।

৫. প্রয়োজনীয় সময়ে বা যে কোন প্রয়োজনে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা।

৬. সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সহযোগিতা প্রদান করা.

৭. বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠনের সকল সদস্যদের তথ্য সম্বন্ধে রেকর্ড প্রস্তুত করা ও তা যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা।

৮. সংগঠনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে শিক্ষাসহ সামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

৯. শাহীন, যশোরের শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা।

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের যে কোন প্রয়োজনে, যে কোন সময়ে সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রম কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করা।

১১. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।

১২. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান, অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

১৩. বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও শিশু কেন্দ্র স্থাপন করা.

১৪. কার্যক্রমের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারি ও বেসরকারি সকল সংস্থার সাথে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন গবেষণা, সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার ও সিম্পোজিয়ান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ধারা-৬: সদস্যপদঃ

(ক) সদস্য পদের যোগ্যতাঃ

বিএএফ শাহীন যশোরের যে কোন প্রাক্তন শিক্ষার্থী নিম্নবর্ণিত শর্তে এ সংগঠনের সাধারণ সদস্য পদের জন্য যোগ্য বলে গন্য হবেন।

শর্তঃ

তাকে শাহীন, যশোরের থেকে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে অথবা কমপক্ষে এক শিক্ষাবর্ষ তাকে শাহীন, যশোরে অধ্যায়ন করতে হবে।

(খ) সদস্য ভর্তির নিয়মাবলীঃ

৬.খ.১. সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে ৫০০/- (পাঁচশত টাকা) ভর্তি ফি সহ কার্যনির্বাহী পরিষদ বরাবরে জমা দিতে হবে।

৬.খ.২. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সদস্যপদের আবেদন পত্র মঞ্জুর/ খারিজ হবে।

৬.খ.৩. ছাত্রদের জন্য বার্ষিক চাঁদা এককালীন ৬০০/-(ছয়শত টাকা), চাকুরীরত কিংবা ব্যবসায়ীদের জন্য বার্ষিক চাঁদা ১২০০/-(একহাজার দুইশত টাকা), এবং দুই বছরের অধিক সময় ধরে প্রবাসীদের জন্য ২০ ইউএস ডলার অথবা সমমান হারে বার্ষিক চাঁদা নগদ/ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার আকারে সংগঠনের ব্যাংক হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।

৬.খ.৪. জমাকৃত আবেদন পত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য খাতায় লিপিবদ্ধ হবে।

ধারা-৭: সদস্যপদের ধরণ, অধিকার ও সুবিধাঃ

এই প্রতিষ্ঠানে নিম্নরুপ সদস্য থাকবেঃ

১) সাধারণ সদস্য, ২)সহযোগী সদস্য, ৩) সম্মানসূচক সদস্য

১) সাধারন সদস্যঃ

বার্ষিক চাঁদা পরিশোধকারীসকল সদস্য সংগঠনদের সাধারণ সদস্য। সাধারণ সদস্য সংখ্যার কোন ঊর্ধ্বসীমা থাকবে না। সাধারণ সদস্যদের ভোটাধিকার এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহনের অধিকার থাকবে। সাধারণ সদস্য, তাদের স্ত্রী/ স্বামী ও সন্তানেরা এ সংগঠনের সকল সুবিধাদি ভোগ করতে পারবেন।

২) সহযোগী সদস্যঃ

শাহীন, যশোরের কোন প্রাক্তন কিংবা বর্তমানে কোন শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কার্যনির্বাহী পরিষদ বরাবর আবেদন করে অ্যাসোসিয়েট সদস্য হতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোন সদস্য চাঁদা লাগবে না। সহযোগী সদস্যপদের ভোটাধিকার ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহনের অধিকার থাকবে না। সহযোগী সদস্য, তাদের স্ত্রী/ স্বামী ও সন্তানেরা এ সংগঠনের সকল সুবিধাদি ভোগ করতে পারবেন।

৩) সম্মানসূচক সদস্যঃ

বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে যাদের সহযোগিতা লাভজনক এমন জননন্দিত এবং যারা তাদের কর্মের গুনে সম্মানিত, এমন ব্যক্তিবর্গকে তাদের পূর্ণ সম্মতিতে সম্মানসূচক সদস্যপদ দেওয়া যেতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সমর্থন ছাড়া এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। এ ধরনের সদস্যপদের জন্য তাদেরকে কোন রকম সদস্য চাঁদা প্রদান করতে হবে না। এ ধরনের সদস্যদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশ গ্রহনের ক্ষমতা থাকবে না। সম্মানসূচক সদস্য, তাদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানেরা এ সংগঠনের সকল সুবিধাদি ভোগ করতে পারবেন।

ধারা-৮: সদস্যপদ বাতিলের নিয়মাবলীঃ

নিম্নে উল্লেখিত কারনে একজন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হতে পারেঃ

ক) ১ বছরের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা প্রদান না করলে।

খ) পরপর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

গ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

ঘ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।

ঙ) পাগল কিংবা দেওলিয়া সাব্যস্ত হলে।

চ) গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজে অংশ গ্রহন করলে।

ছ) রাষ্ট্র বা সামাজিক বিরোধী কোন কাজে অংশ গ্রহন করলে।

জ) সংগঠন থেকে বেতন, ভাতা, সম্মানী বা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করলে।

ঝ) মৃত্যুবরণ করলে।

ধারা-৯: সদস্যপদ পুনঃলাভের পদ্ধতিঃ

সদস্যপদ হারানোর পর উপযুক্ত জবাব লিখিতভাবে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক এর কাছে পেশ করতে হবে। সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক ঐ জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন। সভায় ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য তা অনুমোদন করলে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্যপদ লাভ করা যাবে।

ধারা-১০: সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সংগঠনের ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হবে তিনটি। যথাঃ

১. সাধারণ পরিষদ।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদ।

৩. উপদেষ্টা পরিষদ।

১। সাধারন পরিষদঃ

সাধারণ সদস্য বলতে বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এর শুধুমাত্র চাঁদা পরিশোধকারী সদস্যদের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদের সদস্য সংখ্যার কোন উর্ধ্বসীমা থাকবে না।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে অথবা দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা/ নির্বাচনী সভায় উপস্থিত সদস্যদের প্রস্তাবনা ও সমর্থনে/ সর্বসম্মতিক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে। এ পরিষদের মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর। এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে নিম্নোক্ত পদবিন্যাস অনুযায়ী ১১ জন।

০১	সভাপতি	১ জন
০২	সহ - সভাপতি	৩ জন
০৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
০৪	কোষাধক্ষ্য	১ জন
০৫	অফিস সম্পাদক	১ জন
০৬	মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন সম্পাদক	১ জন
০৭	ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
০৮	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন
০৯	নির্বাহী সদস্য	১ জন
	মোটঃ	১১ জন

৩। উপদেষ্টা পরিষদঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে, যার মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর। বিশিষ্ট সমাজকর্মী, গন্যমান্য ব্যক্তি এবং সংগঠনের শুভাকাঙ্ক্ষীর সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদের গঠিত সদস্য থাকবে ০৫ জন। তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

ধারা-১১: কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে শর্তাবলী/ নির্বাচনের যোগ্যতাঃ

<u>সভাপতিঃ</u>

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ২৫ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

সহ-সভাপতিঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, ঢাকা থেকে কমপক্ষে ২৫ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

সাধারণ সম্পাদকঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ২০ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

কোষাধ্যক্ষঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ২০ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

অফিস সম্পাদকঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ১০ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন সম্পাদকঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ১০ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

ছাত্রবিষয়ক সম্পাদকঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ১০ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদকঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ১০ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

নির্বাহী সদস্যঃ

১. অবশ্যই বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন এক্স-শাহীনস অ্যাসোসিয়েশন, যশোর এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার নূন্যতম দুই বছর আগে সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে হবে।

২. শাহীন, যশোর থেকে কমপক্ষে ১০ বছর আগে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

৩. কমপক্ষে দুই শিক্ষাবর্ষ শাহীন, যশোরে অধ্যয়ন করতে হবে এবং শাহীন, যশোর হতে ন্যূনতম একটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হতে হবে।

ধারা-১২: সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা-দায়িত্বঃ

ক) সংগঠনের সকল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবে।

খ) সংগঠনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।

গ) সংগঠনের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করবে।

ঘ) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

ঙ) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কোন প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হলে ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যদের অনুমোদনক্রমে তা সংশোধন করবে।

চ) সংগঠনের আর্থিক নিয়মনীতি ও চাকুরীজীবী অনুমোদন করবে।

ছ) সংগঠনের দুর্যোগ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে এবং তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

জ) তলবী সভা আহ্বানপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারবে।

ঝ) সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও অনুমোদন করবে।

ধারা-১৩: কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

ক) সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করা।

খ) সাধারন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী আয় ও ব্যয় করা।

গ) দৈনন্দিন খরচের অনুমোদন করা।

ঘ) বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা।

ঙ) অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা।

চ) সংগঠনের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা।

ছ) সকল কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করা।

জ) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা ও নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করা।

ঝ) সংগঠনের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা।

ঞ) সংগঠনের জনবল নিয়োগের বিষয়ে চাকুরীবিধিমালা প্রণয়ন ও সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করা।

ট) বিশেষ কার্য সম্পাদনে উপ-কমিটি গঠন করা।

ঠ) সভা করার দিন, তারিখ, সময়, স্থান, এবং এজেন্ডা নির্ধারণ করা।

ড) সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার, বই ও ক্যাশ বই করার ব্যবস্থা করা।

ঢ) সংগঠনের সকল প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা।

ন) ধারা-৮ অনুযায়ী কোন সদস্যদের সদস্যপদ বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা-১৪: প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

সভাপতিঃ

১.তিনি সংগঠনের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২.তিনি সাধারন পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

৩.কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে যদি সমান সংখ্যক ভোট পরে তবে কাস্টিং ভোট প্রদান করে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

৪.প্রতিষ্ঠানের যে কোন সদস্যকে মনোনয়ন ও খরচের অনুমোদন দিবেন।

সহ-সভাপতিঃ

১. সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাসমূহে সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রথম সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন।

২. সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাসমূহে সভাপতি ও প্রথম সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন।

৩. সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাসমূহে সভাপতি, প্রথম সহ-সভাপতি ও দ্বিতীয় সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে তৃতীয় সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন।

৪. সহ-সভাপতিগন সংগঠনের সকল কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন।

সাধারণ সম্পাদকঃ

১.তিনি সংগঠনের অবৈতনিক নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২.সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণপূর্বক সভায় নোটিশ প্রদান করবেন।

৩.সংগঠনের পক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি অফিসসমূহে ও দাতা সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪.সংগঠনের পক্ষে সকল চিঠিপত্রে ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

৫.সংগঠনের সকল সম্পদের দেখাশুনা ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবেন।

৬.কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৭.বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের কাজের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসেব পেশ করবেন।

৮.বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

৯.সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালনায় তদারকি করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটির কাজের তদারকি করবেন।

কোষাধ্যক্ষঃ

১.সংগঠনের সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

২.আয়-ব্যয় হিসাব ক্যাশ বইতে উঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

৩.সংগঠনের খরচ, বিলের ভাউচার ও সদস্যদের চাঁদার হিসাবসহ সকল প্রকার আর্থিক হিসাবপত্র সংরক্ষনের ব্যবস্থা করবেন।

৪.সংগঠনের মাসিক ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং অডিট রিপোর্ট করানোর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি তিনি গ্রহন করবেন।

৫.ব্যাংকে টাকা জমাদান এবং ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন।

৬.তিনি সংগঠনের পক্ষে সকল টাকা গ্রহণ ও প্রদানের রশিদে স্বাক্ষর দিয়ে সিল প্রদান করবেন ও ইস্যু করবেন।

৭.তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট ও হিসাব এর অডিট বিষয়ে বার্ষিক রিপোর্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

৮.সংগঠনের ফান্ডের দায়িত্বে থাকবেন তিনি এবং অ্যাকাউন্ট পরিচালনার জন্য পরিপূর্ণ জবাবদিহিতা থাকবে তার।

৯.তার দায়িত্বে থাকবে সেভিংস সার্টিফিকেট, ফিক্সড ডিপোজিট রশিদ, ব্যাংক চেক বই ও অন্যান্য মূল্যবান দলিলাদি।

অফিস সম্পাদকঃ

১. সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা প্রদান করবেন।

২. তিনি সংগঠনের যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৩. তিনি সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ (সভাপতি/ সহ সভাপতি/ সাধারন সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে) দিতে পারবেন। সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী তার কাছে রিপোর্ট করবেন।

৪. সংগঠনের বিভিন্ন নোটিশ সকল সদস্যের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. বিভিন্ন মীটিং এর সারসংক্ষেপ গ্রহণ এবং বিতরণ করবেন।

৬. সংগঠনের যাবতীয় প্রকাশনা প্রকাশের এবং বিতরণের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৭. সংগঠনের যাবতীয় অনলাইন (ওয়েবসাইট, সোস্যাল মিডিয়া) উপস্থিতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৮. সংগঠনের জন্য নির্ধারিত ফোন নং ও মোবাইল ফোন নং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবেন।

৯. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন সম্পাদকঃ

১.সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে তিনি সংগঠনের পক্ষে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ এবং এ সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব পালন করবেন।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

ছাত্র বিষয়ক সম্পাদকঃ

১. সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে তিনি সংগঠনের সদস্য যে কোন ছাত্র সংক্রান্ত সকল কাজের দায়িত্ব পালন করবেন।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ

১.সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে তিনি সংগঠনের যে কোন সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল কাজের দায়িত্ব পালন করবেন।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

নির্বাহী সদস্য:

১. নির্বাহী সদস্য সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করবেন।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

ধারা-১৫: নির্বাচন পদ্ধতিঃ

১) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনী সভায় উপস্থিত সকল সাধারণ সদস্যদের সম্মতিক্রমে অথবা সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে।

২) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুই জন সহকারী নির্বাচন কমিশনার থাকবে।

৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না এমন সদস্য অথবা সংগঠনের সদস্য নন এমন গণ্যমান্য ব্যক্তি/উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য/সম্মানসূচক সদস্য/সহযোগী সদস্য নির্বাচন কমিশনের সদস্য হবেন।

৪) নির্বাচন কমিশন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

৫) যতগুলো ক্যাটাগরিতে ভোট প্রদানের সুযোগ থাকবে, একজন সদস্য সর্বোচ্চ ততগুলো ভোটই দিতে পারবেন। তিনি কোন একক ব্যক্তিকে একাধিক ভোট প্রদান করতে পারবেন না। ভোটের অধিকার শুধু ঐ সকল সদস্যদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যাদের বিগত বছরের সমুদয় পাওনা পরিশোধিত থাকবে।

৬) দুই বা ততোধিক প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারির মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।

৭) বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

৮) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্যে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে এবং নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-১৬: সভাসমূহঃ

ক) সাধারণ পরিষদের সভাঃ

সাধারণ সভা প্রতি এক বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি করতে হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার কোরাম পূর্ণ হবে মোট সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে।

গ)জরুরী সভাঃ

১। সাধারণ সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩(দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ঘ)বিশেষ সাধারণ সভাঃ

যে কোন বিশেষ কারনে সাধারণ সভা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে, তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ঙ)তলবী সভাঃ

১। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য বিশেষ সাধারণ সভা কর্মসূচীর (এজেন্ডা) বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করতঃ তলবী সভার আবেদন সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন।

২। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে তলবী সভা সংগঠনের অফিসে ডাকতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

চ)মুলতবী সভাঃ

১। সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট বিলম্বে সভা করা যাবে অন্যথায় স্থগিত করতে হবে।

২। সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ স্থগিত সাধারণ সভা কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাদের মতামত/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

ধারা-১৭: পদত্যাগ ও অনাস্থা প্রস্তাবঃ

যদি কোন কারনে কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চান তবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করবেন। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করতে চাইলে সহ-সভাপতি বরাবরে আবেদন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন পদের বিরুদ্ধে ২/৩ ভাগ কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে। এ ধরনের প্রস্তাব ২/৩ ভাগ সাধারণ সদস্যের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

ধারা-১৮: শুন্য পদ পূরণঃ

সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের শুন্য পদ অবশ্যই পূরণ করা হবে এবং নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পর তা কার্যকারী হবে।

ধারা-১৯: আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

ক) সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান, দানশীল ব্যক্তিদের দান, সরকারি/বেসরকারি, দেশী/বিদেশী দাতা সংস্থা, ব্যক্তির অনুদান বা ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য উৎসের আয়ই সংগঠনের আয় বলে বিবেচিত হবে।

খ) সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যাংকে সংগঠনের নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

গ) উক্ত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবটি সংগঠনের সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ এই দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এই দুই জনের স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

ঘ) সংগঠনের নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

ঙ) দৈনন্দিন খরচ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) অর্থ খরচের পর খরচকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পেশ ও অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা-২০: অডিটঃ

সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ সরকার অনুমোদিত যে কোন হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) বা সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এ ধরনের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

ধারা-২১: বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়কঃ

সংগঠনটি বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের ফরেন ডোনেশন অধ্যাদেশের বিধি বিধান অনুসরণ করবে। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে সংগঠনটি সরকারের যে কোন একটি সিডিউল ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবে।

ধারা-২২: সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগঃ

সংগঠনের কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা চাকুরীর শর্তাবলী ও চাকুরী হতে বরখাস্তের বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়গের পূর্বে নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং কোন প্রকার ব্যাংক ড্রাফট বা জামানত গ্রহণ করা হবে না।

ধারা-২৩: গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতিঃ

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদের উপর সংগঠনের সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহনের পর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২৪: আইন ও বিধির প্রাধান্যঃ

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংগঠনটি ১৯৬১ সনের ৪৬নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করবে।

ধারা-২৫: সংগঠনের বিলুপ্তিঃ

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারনে সংগঠনের সাধারণ পরিষদের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সদস্য সংগঠনের বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনের পর নিবন্ধিকরন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিলুপ্তিকালে সংগঠনের কোন দায় দেনা থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগন ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।